যুগান্তর

তারিখ ..12 AUG..2016.. ...
পৃষ্ঠা ...6... কলাম ...2... ......

নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসছে ছাত্ররা

আধুনিক শিক্ষায় ধর্মের সমন্বয় জরুরি

▶ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দন খান

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি নিয়ে ইদানীং সবারই মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে কিছু তরুণ ও যুবকের অপরিপক্ক ও হঠকারিতামূলক তৎপরতায়। পরিবারের অভিভাবক থেকে শুরু করে সমাজ, সরকার ও বিশ্ব অভিভাবকরাও এ বিষয়টি নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। সবাই যেমনি সমালোচনামুখর তেমনি নানা পরামর্শ ও দাওয়াই দিচ্ছেন। বিশেষত আমাদের বিশেষজ্ঞরা এবং দায়িত্ববান কর্মকর্তারা সবাই যেমন উদ্বিগ্ন ও শংকিত তেমনই হরেক রকম ব্যবস্থাপত্র দান ও পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যমী। আসলে প্রতিটি নাগরিকেরই এ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও উদ্যোগ নেয়া জরুরি। কেননা যে কোনোরকম উগ্রবাদ সবার ওপর প্রভাব ফেলে। এ বিষয়ে আমাদেরও তাই কথা রয়েছে এবং আগেও দৈনিক যুগান্তরের মাধ্যমে বলেছি।

প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, আমরা মানুষের সঠিক পরিচয় ও সংজ্ঞাদানেই অপূর্ণ ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-দর্শনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি নানা ইজমের কারণে। আর তাই মানব সন্তানের সঠিক লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষাদানেও অপূর্ণতার স্বাক্ষর রাখছি। উগ্রবাদী আধুনিক শিক্ষিত কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষিত তরুণ সমাজকে ঢালাওভাবে দোষারূপ করাটাও যেমন ঠিক নয় তেমনি সুফলও দেবে না। আমাদের এ কথা তো স্বীকার করতেই হবে, মানুষ কেবল জড় উপকরণে তৈরি বস্তু, পশু বা প্রাণীই নয় কিংবা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণীও নয়। মানুষের সৃষ্টিতে ওসব যেমন অনিবার্যভাবে রয়েছে তেমনি তার মূল পরিচয় ও সত্তায় রয়েছে রূহ বা আত্মা যা অন্য কোনো সৃষ্টির মাঝে এমন উচ্চতায় নেই। এমন বিরল উপকরণে সৃষ্ট মানুষের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় বর্তমানে প্রচলিত শুধু পেশাদারী শিক্ষা মোটেও যথেষ্ট নয়। বরং শুধু পেশাদারী শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান আকাশচুম্বী উচ্চতা তাকে শুধু পাশবিকতাই ভয়ংকর বানায়নি বরং দানবিকতায়ও ধ্বংসাত্মক ও প্রলয়ংকারী করেছে। ইতিহাসজুড়ে ও বর্তমানে বিশ্বে এবং আমাদের দেশে এর শত-সহস্র নমুনা বিরাজ করছে। যে মানুষ আসমানি ধর্মগুলো এবং আল-কোরআনের দৃষ্টিতে সৃষ্টির সেরা এবং স্রষ্টা রাব্বুল আলামিনের প্রতিনিধি সে মানুষ উচ্চতম পেশাদারী শিক্ষা লাভ করেও যদি পাশবিক ও দানবিক আচরণ করে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের এবং গোটা বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থায় কত মারাত্মক গলদ, অপূর্ণতা এবং বিপথগামিতা রয়েছে। মানুষ তো শিক্ষা ব্যবস্থারই ফল ও ফসল। আধুনিক সভ্যতার গৌরব বলে কথিত নানা ধরনের পেশাদারী শিক্ষা আমাদের কেবল পেশাদারই বানাচ্ছে— প্রকৃত মানুষ বানাচ্ছে না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চশিক্ষিত পেশাদাররা বড় বড় দানব রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। পেশাদারী শিক্ষা-দীক্ষা না থাকলে এরা বড়জোর হিংস্র কোনো পশুর মতো হতো— এত ভয়ানক হতো না। মানবজাতিকে ধ্বংস করার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র কিংবা জীবাণু অস্ত্র অথবা রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করত না। আমাদের এখন সিরিয়াসলি ভাবতেই হবে, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিটি কোথায়! সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ আল-কোরআন আমাদের, বনি আদমকে উচ্চতম সম্মানের আসনে যেমন বসিয়েছে তেমনি আসমানি বা রুহানি শিক্ষার অভাবে মানুষ যে পশু ও দানবের চেয়েও খারাপ হতে পারে সে সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করেছে। আমরা যেমন আল্লাহতায়ালার সুমহান খলিফা বা প্রতিনিধি হতে পারি তেমনি ইবলিস শয়তানেরও প্রতিনিধি কিংবা গুরু হতে পারি।

এ সম্ভাবনা ও আশংকাকে বিবেচনায় রেখেই দয়াল মাবুদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে আমাদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পেশাদারী শিক্ষা-দীক্ষা বা হিকমা অর্জনের আগে এবং পাশপাশি তাই নফসের পবিত্রতা অর্জন ও কিতাবের দিকনির্দেশনা লাভের অনিবার্যতা ঘোষিত হয়েছে আল-কোরআনে। আল্লাহ বলেছেন, নবী-রাসুল এসেছেন ইউজাক্কিহিম ওয়া ইউ আল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা। সবার আগে এসেছে দেহ ও আত্মার পবিত্রতা ও বিশুদ্ধি অর্জনের নির্দেশ ও দীক্ষা। এরপর জ্ঞানার্জন ও পেশাদারী শিক্ষা-দীক্ষা। বর্তমানকালে ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র মাদ্রাসাগুলোতেও বহুলাংশে আধ্যাত্মিক, আত্মিক ও রুহানি শিক্ষা-দীক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। সেখানেও শুধু পেশাদারী শিক্ষায় পেশাদার তৈরি হচ্ছে। শুধু কোরআন হাদিস পড়া ও মুখস্থ করাতেই মানুষ হওয়া যায় না, যেমনি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। ইসলামী সভ্যতার নির্মাতারা শুরু থেকেই ইসলামী ও মানব সমাজে শিক্ষা-দীক্ষার সুব্যবস্থা নিয়ে ভেবেছিলেন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তারা যে ব্যবস্থা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রচলন করেছিলেন তার প্রথমেই ছিল তাজকিয়ায়ে নাফস ও তাদবিরুল মঞ্জিল তথা আত্মার শুদ্ধি অর্জন এবং আদর্শ পরিবার ব্যবস্থা। আদর্শ পরিবারই সমাজ, দেশ, উম্মাহ এবং বিশ্বের মানব পরিবারের মৌলিক একক। এ জন্য ব্যক্তি মানুষ ও পরিবার যদি সঠিক ও রুহানি আদর্শ পেয়ে গড়ে ওঠে তাহলে সমাজ ও দেশের এবং বিশ্বেরই লাভ ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পরের ধাপেই ছিল মুদুনিয়াত তথা সভ্যতা সংস্কৃতির শিক্ষা ও দীক্ষা যেখানে সব ধরনের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও পেশাদারী শিক্ষা-প্রশিক্ষণ নিহিত থাকে। সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ব্যবসায়, কারিগরি, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি মুদুনিয়াতের অন্তর্গত ছিল যার আগেই রয়েছে প্রকৃত মানুষ হওয়ার রুহানি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দীক্ষা। মানব শিশুর জন্মের পর থেকে বয়োবৃদ্ধি এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার সামগ্রিক শিক্ষার পরিপূর্ণ ছক ও ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল ইসলামী সভ্যতার সোনালি দিনগুলোতে। আমরা এসব বিষয় নিয়ে আরও ভাবব, লিখব ও শিখব ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ। তাহলেই শয়তানের প্রভাবমুক্ত হয়ে আমরা আল্লাহু রহমান ও রহিমের আদর্শ প্রতিনিধি হতে পারব। ফলে আমাদের সম্পদ তরুণ সমাজ ও পরিবারগুলো সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে সঠিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

লেখক : *অধ্যাপক ও পরিচালক, ইউআইটিএস রিসার্চ সেন্টার*
mfaridkhan1950@gmail.com)